ফয়যানে গাউসে আযম

১০ রবিউস সানি ১৪৪৮ হিজরির বয়ান

www.dawateislami.net

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত ২
বয়ান শোনার নিয়ত ৩
প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুভ জন্মের সুসংবাদ দান করেন ৪
খেলাধুলায় অনীহা ৫
সন্তানদের 'আল্লাহ আল্লাহ' বলা শেখান ৬
আল্লাহ পাকের ওলীকে বসার জায়গা দাও ৯
শানে গাউসে আযম ১১
ইলমের সমুদ্র ১২
গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর তাফসীরী দক্ষতা ১৩
গাউসে আযমের সম্মান ও মর্যাদা ১৪

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ مِاءَةً كَتَبَ اللّٰهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ بَرَاءَةً مِّنَ النِّفَاقِ وَبَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ وَاَسْكَنَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার উপর একশত (১০০) বার দরুদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ পাক তার দুই চোখের মাঝখানে লিখে দেন যে, সে মুনাফেক্বী এবং দোযখের আগুন থেকে মুক্ত; আর কিয়ামতের দিন তাকে শহীদদের সাথে রাখবেন। **(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৩, হাদীস: ১৭২৯৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়ত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, পৃষ্ঠা: ৮১, হাদীস: ১২৮৪)** হে আশিকানে রাসূল, প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়ত করে নিন, যেমন; নিয়ত করুন, ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه রবিউস সানী মাস চলমান রয়েছে। এই উপলক্ষে আজ আমরাও বাগদাদের পুণ্যময় জমিনে নিজ মাযার মুবারকে আরাম করা সেই পবিত্র মহান ব্যক্তিত্বের পুণ্যময় আলোচনা শোনার সৌভাগ্য অর্জন করব। আজকের বয়ানে হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর পবিত্র শৈশবের কিছু ঘটনাবলীর পাশাপাশি তাঁর শুভ

জন্ম সম্পর্কিত পূর্বে দেওয়া সুসংবাদসমূহের আলোচনাও হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ জন্মগত ওলী ছিলেন, কিন্তু তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ নিজে নিজের বেলায়েত সম্পর্কে কখন জানতে পেরেছিলেন, তাও আমরা শুনব। তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী শোনার পাশাপাশি তাঁর ইলমী মর্যাদা সম্পর্কিত বিষয়াবলিও শ্রবণ করব। অনুরূপভাবে দ্বীনি শিক্ষার্থীদের (Students) সাথে তাঁর ভালবাসা, আন্তরিকতা, কল্যাণ-কামনা ও স্নেহের কিছু ঘটনাও বর্ণনা করা হবে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর গাউসে আযম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এমন এক পবিত্র ও মহান ব্যক্তিত্ব, যাঁর জন্মের পূর্বেই স্বয়ং মুস্তফা জানে রহমত صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم, অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ السَّلَام এবং বিভিন্ন আউলিয়ায়ে এযাম رَحِمَہُمُ اللّٰہُ عَلَیۡہِمۡ اَجۡمَعِیۡن তাঁর বেলায়েতের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন;

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم শুভ জন্মের সুসংবাদ দান করেন

মাহবুবে সুবহানী শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর সম্মানিত পিতা হযরত সৈয়দ আবু সালেহ মূসা জঙ্গী দোস্ত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ হুযুর গাউসে আযম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর শুভ জন্মের রাতে স্বপ্নে দেখলেন যে, রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এবং আউলিয়ায়ে এযাম رَحِمَہُمُ اللّٰہُ عَلَیۡہِمۡ اَجۡمَعِیۡن এর সাথে তাঁর ঘরে তাশরীফ এনেছেন এবং এই মুবারক বাণী দ্বারা তাঁকে সম্বোধন করে সুসংবাদ দান করলেন: ”হে আবু সালেহ! আল্লাহ পাক তোমাকে এমন এক পুত্র দান করেছেন, যিনি ওলী,

তিনি আমার এবং আল্লাহ পাকের প্রিয়; আউলিয়ায়ে কেরাম ও আক্বতাবগণের (رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن) মাঝে তাঁর শান ও মর্যাদা ঠিক তেমনই হবে, যেমন আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং রাসূলগণের عَلَيْهِمُ السَّلَام মাঝে আমার শান ও মর্যাদা।" **(সীরাতে গাউসুস সাক্বালাঈন, পৃষ্ঠা: ৫৫)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জন্মগত ওলী ছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তখনও তাঁর মহীয়সী আম্মাজান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর পবিত্র গর্ভে ছিলেন; মহীয়সী আম্মাজান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর যখনই হাঁচি আসত এবং তিনি "اَلْحَمْدُ لِلّٰه" বলতেন, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ গর্ভ থেকেই উত্তরে "يَرْحَمُكَ اللهُ" বলতেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পহেলা রমযানুল মুবারক সুবহে সাদেকের সময় দুনিয়ায় তাশরীফ আনেন; সে সময় তাঁর ওষ্ঠদ্বয় ধীরে ধীরে নড়াচড়া করছিল এবং "আল্লাহ আল্লাহ" ধ্বনি আসছিল।

(মুন্নার লাশ, পৃষ্ঠা: ৪-৫)

খেলাধুলায় অনীহা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারণত দেখা যায় যে, শৈশবে শিশুরা খেলাধুলার প্রতি আকৃষ্ট থাকে এবং পড়াশোনা থেকে দূরে পালায়; অথচ আমাদের গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শান দেখুন যে, শৈশব থেকেই খেলাধুলার প্রতি তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতেন এবং পবিত্র মুখ দিয়ে কখনো নির্বুদ্ধিতার কোনো কথা বের হতো না। নিজের শৈশব সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন: বয়সের প্রারম্ভিক সময়ে যখনই আমি ছেলেদের সাথে খেলতে চাইতাম, তখনই গায়েব থেকে আওয়াজ আসত: "খেলাধুলা থেকে বিরত থাকো।" তা শুনে আমি থেমে যেতাম এবং আমার চারপাশে দৃষ্টি দিতাম, কিন্তু বলার মতো

কাউকে দেখতে পেতাম না। এতে আমার কিছুটা ভীতি অনুভূত হতো; আমি দ্রুত দৌঁড়ে ঘরে চলে আসতাম এবং মহীয়সী আম্মাজান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর কোলে লুকিয়ে যেতাম। আমার ঘুম আসলে তৎক্ষণাৎ আমার কানে এসে আমাকে সতর্ক করে দেওয়া হতো যে, "তোমাকে এইজন্য সৃষ্টি করা হয়নি যে, তুমি ঘুমিয়ে কাটাবে।" **(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা: ৪৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সন্তানদের 'আল্লাহ আল্লাহ' বলা শেখান

হে আশিকানে গাউসে আযম! আমাদেরও উচিত নিজেদের সন্তানদের অন্যান্য অনর্থক কথা শেখানোর পরিবর্তে আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিকির শেখানো। اِنْ شَآءَ الله এতে সন্তানদের উপর ভালো প্রভাব পড়বে;

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "ইসলামী যিন্দেগী"-তে সন্তানদের লালন-পালনের ইসলামী পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে, যার সারসংক্ষেপ হলো: ✯ সন্তান যখন কথা বলার উপযুক্ত হয়, তখন তাকে আল্লাহ পাকের নাম শেখান। পূর্বেকার মায়েরা 'আল্লাহ আল্লাহ' বলে সন্তানদের ঘুম পাড়াতেন; কিন্তু আফসোস! আজকাল সন্তানের কাছে নানা ধরনের মিউজিকযুক্ত খেলনা রাখা হয়। ✯ সন্তানের যখ বোধশক্তি হয়, তখন তার সামনে এমন কোনো কাজ করা উচিত নয়, যা সন্তানের চরিত্রের উপর কুপ্রভাব ফেলে। কেননা শিশুরা তাদের সামনে করা কাজের অনুকরণ করে। অতএব তাদের সামনে নামায পড়ুন, কুরআনে করীম তিলাওয়াত করুন, যাতে তাদের মাঝেও এসব অভ্যাস গড়ে উঠে। ✯ সন্তান যখন বেশ সজ্ঞান হয়ে উঠবে,

তখন তাকে কলেমা, নামায, ঈমানে মুজমাল, ঈমানে মুফাসসাল এবং অযু, গোসল ইত্যাদির আহকাম শেখানো উচিত। **(ইসলামী যিন্দেগী, পৃষ্ঠা: ৩০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সন্তানদের লালন-পালনের জন্য একটি অতি চমৎকার ও সহজ পদ্ধতি রয়েছে, যা যদি প্রতিটি ঘরে চালু হয়ে যায়, ঘরের মুরুব্বি বা অভিভাবকগণ যদি এই পদ্ধতি বাস্তবায়ন করেন, তবে আল্লাহ পাকের রহমতে আশা করা যায় যে, আমাদের সন্তানেরা শৈশব থেকেই 'আল্লাহ আল্লাহ' বলা শিখবে, না'ত গুনগুন করবে, দরুদ ও সালাম পাঠ করবে। এই পদ্ধতি অবলম্বনের বরকতে সন্তানদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রতিটি ঘরে সুন্নাতের বসন্ত আগমন শুরু হবে, এই পদ্ধতি অবলম্বনের বরকতে প্রতিটি ঘর শান্তির নীড়ে পরিণত হবে এবং ঘর থেকে বালা-মুসিবত দূর হবে। আশিকানে রাসূল হয়তো চিন্তা করছেন যে, আসলে সেই পদ্ধতিটি কী, যা বাস্তবায়ন করলে এতো বরকত নসীব হতে পারে? আরয হলো; সকল ইসলামী ভাই এই পদ্ধতিটি নিজেদের ঘরে বাস্তবায়ন করুন, যাতে আমাদের সন্তানদের প্রশিক্ষণও হয় এবং তারা শৈশব থেকেই 'আল্লাহ আল্লাহ' বলায় অভ্যস্ত হয়ে উঠে।

মনোযোগ দিয়ে শুনুন, সেই পদ্ধতিটি কী? জী হ্যাঁ! সেই পদ্ধতিটি হলো; মাদানী চ্যানেল দেখা!!! আমাদের মাঝে এই মুহূর্তে হয়তো এমন বহু আশিকানে রাসূল রয়েছেন, যাদের ঘরে মাদানী চ্যানেল চলার বরকতে বিপুল বরকত লাভের পাশাপাশি সন্তানদের সঠিক প্রশিক্ষণও হয়েছে। যে ঘরে এখনও মাদানী চ্যানেল চালানো হয়নি কিংবা মাঝে মাঝে চলে, সেই ঘরের লোকেরাও একবার মাদানী চ্যানেল চালিয়ে দেখুন। এতে আসলে

এমন কী রয়েছে যার বরকতে এতো বরকত লাভ হয়? আপনারা যখনই মাদানী চ্যানেল চালাবেন, হয় তো কুরআন তিলাওয়াতের সুর ভেসে আসবে, নতুবা না'তে মুস্তফার সুর প্রতিধ্বনিত হবে; কখনো হালাল-হারামের মাসআলা বর্ণনা করা হচ্ছে, কখনো সুন্নাতে ভরা বয়ানের মাধ্যমে নেকীর দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে। মোটকথা দিন হোক বা রাত, মাদানী চ্যানেল সবসময় আমাদের এবং আমাদের সন্তানদের কোনো না কোনো নেক কথা শোনাবে, ভালো কিছু শেখাবে। আমরা একবার ঘরে মাদানী চ্যানেল লাগিয়েই দেখি না! اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদানী চ্যানেলে শিশুদের জন্য "করফং গধফধহর ঈযধহহবষ" নামে বিশেষ সম্প্রচার শুরু হয়েছে, যার স্থায়িত্ব দুই ঘণ্টা। অতএব এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের ছেলে-মেয়েদের দুই ঘণ্টার এই সংক্ষিপ্ত সম্প্রচার অবশ্যই দেখান এবং এর বরকত লাভ করুন।

তাছাড়া اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه শিশুদের মাদানী প্রশিক্ষণের জন্য শিশুদের সত্য কাহিনীসমূহ লিখেছেন; যার মধ্যে অত্যন্ত আকর্ষণীয় শিরোনাম রয়েছে, বর্ণনাভঙ্গিও অতি সহজ রাখা হয়েছে, যাতে শিশুরা সহজে বুঝতে পারে। সাথে বিভিন্ন জায়গায় রূপরেখা বা চিত্র দেওয়া হয়েছে, যাতে শিশুদের কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়। শিশুদের এই কাহিনীসমূহ মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করুন; আর যদি ওয়েবসাইট থেকে পড়তে চান, তবে দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট www.dawateislami.net থেকে আপনারা এই কাহিনীসমূহ পড়তে পারবেন, ডাউনলোড করতে পারবেন এবং এর প্রিন্টও বের করতে

পারবেন। এই পুস্তিকাসমূহের নাম হলো: (১) নূর ওয়ালা চেহারা, (২) ফেরাউনের স্বপ্ন, (৩) ছেলে হলে এমন, (৪) মিথ্যুক চোর।

হায়! শিশুদেরকে ভূত-প্রেত ও জিনের কাহিনী পড়ানো বা শোনানোর পরিবর্তে আমরা যদি এই সত্য ইসলামী কাহিনীগুলো শিশুদের পড়াই বা শোনাই, তবে اِنْ شَآءَ الله আমরা দেখতে পাব যে, আমাদের সন্তানেরা দ্বীনি পরিবেশে গড়ে উঠছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে গাউসে আযম! আমরা হুযুর গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সম্পর্কে শুনছিলাম। আসুন! তাঁর সম্পর্কিত আরও ঘটনা শ্রবণ করি;

আল্লাহ পাকের ওলীকে বসার জায়গা দাও

হুযুর গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শাহজাদা শায়খ আব্দুর রাজ্জাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: একবার হুযুর গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে প্রশ্ন করা হলো: আপনি নিজের ওলী হওয়ার কথা কখন জানতে পারলেন? তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: যখন আমার বয়স দশ বছর (10 Years) ছিল এবং আমি শহরের মাদরাসায় যেতাম, তখন ফেরেশতাদেরকে আমার পেছনে এবং চারপাশে হাঁটতে দেখতাম। যখন মাদরাসায় পৌঁছাতাম, তখন তাঁরা বারবার এ কথা বলতেন: "আল্লাহ পাকের ওলীকে বসার জায়গা দাও।" এই ঘটনা বারবার প্রত্যক্ষ করে আমার অন্তরে এই অনুভূতি সৃষ্টি হলো যে, আল্লাহ পাক আমাকে নিজের ওলী বানিয়ে নিয়েছেন।

(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা: ৪৮)

হে আশিকানে আউলিয়া! হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর উপর আল্লাহ পাকের দয়া হয়েছিল যে, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নিজের বেলায়ত চিনতে পেরেছিলেন; কিন্তু মনে রাখবেন! ওলীর কাছে এটি প্রকাশ পাওয়া যে, তিনি ওলী; এটি বেলায়তের জন্য আবশ্যক নয়। তবে ওলী অবশ্যই আলিম হন এবং শরীয়তের অনুসারী হন। কোনো বেনামাযী, মদ ও জুয়ায় আসক্ত ব্যক্তি, শরীয়ত পরিপন্থী কাজ সম্পাদনকারী কখনো ওলী হতে পারে না। এই আধুনিক যুগে বিশেষ করে যুবসমাজ এমন ব্যক্তিদের সন্ধানে থাকে, যাদেরকে তারা পার্থিব সফলতার জন্য নিজেদের পথপ্রদর্শক বানাতে পারে। কিন্তু শত আফসোস! ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরত্বের কারণে তারা এ বিষয়টি ভুলে গেছে যে, পার্থিব জীবন শেষ হয়ে যাবে। অতএব পরকালীন জীবনে মুক্তি পেতে এবং আল্লাহর দরবারে সফলকাম হতে হলে এটি অত্যন্ত আবশ্যক যে, আমরা দুনিয়ায় এমন মানুষদের সন্ধান করব যাঁরা চরিত্র ও কর্মের সর্বোত্তম নমুনা এবং আমরা তাঁদেরকে নিজেদের পথপ্রদর্শক বানিয়ে গর্ববোধ করব।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবীয়ে করীম, রাসূলে আযীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহচর্য অন্যদের প্রশিক্ষণের মাধ্যম ছিল। যে ব্যক্তিই আল্লাহ পাকের রহমতে তাঁর সাহচর্যের সম্মান লাভ করত, সে মুস্তফার সাহচর্যের বরকতে উজ্জ্বল তারকায় পরিণত হয়ে যেত। রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরপর অন্যদের প্রশিক্ষণের দায়িত্বভার তাঁর সান্নিধ্যধন্য সাহাবায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان গ্রহণ করলেন। সাহাবায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এরপর প্রতিটি যুগে এমন ওলামা ও বুযুর্গগণ আসতে থাকেন, যাঁরা নিজেদের চরিত্রের মাধ্যমে নেকীর দাওয়াত দেওয়ার এই মহান কাজকে এগিয়ে নিয়েছেন। রাজত্ব গঠিত হয়েছে এবং বিলুপ্ত হয়েছে, সরকার

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও শেষ হয়েছে, নগর গড়ে উঠেছে এবং ধ্বংসও হয়েছে; কিন্তু আল্লাহ পাকের এই নেক বান্দাগণ নেকীর দাওয়াত দেওয়ার এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ কখনো ছেড়ে দেননি। এই মহান ব্যক্তিগণ যখন নিজেদের উপর খোদায়ী হুকুম কার্যকর করলেন, তখন আল্লাহ পাক তাঁদের শাসন ও রাজত্ব মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন এবং তাঁদের মাথায় নিজ বেলায়তের মুকুট শোভিত করলেন।

শানে গাউসে আযম

اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই সকল পুণ্যময় মহান ব্যক্তিত্বের অন্যতম হলেন হুযুর গাউসে আযম জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ, যিনি লোভ ও ভীতি থেকে মুক্ত হয়ে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মানুষের সংশোধনের উদ্দেশ্যে ওয়াকফ করেছিলেন এবং তাদের আখিরাত সুন্দর করার জন্য সারাজীবন কর্মব্যস্ত ছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁকে সুউচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করেছিলেন। গাউসে পাকের শান দেখুন যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জন্মগতভাবেই আল্লাহ পাকের ওলী ছিলেন। **(তাফরীহুল খাতির, পৃষ্ঠা: ৫৮)** গাউসে পাকের শান দেখুন যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জন্মের পরপরই রোযা রেখেছিলেন; সেহেরীর সময় দুধ পান করতেন এবং সূর্যাস্তের পর রোযার ইফতার করতেন। গাউসে পাকের শান দেখুন যে, পাঁচ (৫) বছর বয়সে যখন 'বিসমিল্লাহ খানি'র আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْم এবং بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পাঠের পর ১৮ পারা মুখস্থ শুনিয়ে দেন এবং বললেন: আমার আম্মাজানেরও (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا) এতোটুকুই মুখস্থ ছিল; তিনি পড়তেন, আর আমি শুনে শুনেই মুখস্থ করে নিয়েছি। **(মুন্নার লাশ, পৃষ্ঠা: ৪)** গাউসে পাকের শান দেখুন যে, তিনি

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৪০ বছর পর্যন্ত ইশার ওযু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেন; তাঁর নিয়ম ছিল যখনই বে-ওযু হতেন, তখনই সাথে সাথে অযু করে ২ রাকাত নফল নামায আদায় করে নিতেন। **(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা: ১৬৪)** গাউসে পাকের শান দেখুন যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অধিকহারে ইবাদত এবং কুরআনে করীমের তিলাওয়াত করতেন; পনেরো (১৫) বছর পর্যন্ত সারা রাতে একবার কুরআন পাক খতম করতেন **(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা: ১১৮)** এবং প্রতিদিন এক হাজার (১০০০) রাকাত নফল নামায আদায় করতেন। **(গাউসে পাক কে হালাত, পৃষ্ঠা: ৩২)** গাউসে পাকের শান দেখুন যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তেরোটি (১৩) শাস্ত্রে বয়ান করতেন। তাঁর মাদরাসায়ে আলিয়ায় মানুষ তাঁর নিকট তাফসীর, হাদীস ও ফিক্বহ ইত্যাদি পড়ত। দুপুরের পূর্বে ও পরে উভয় সময়ে মানুষকে তাফসীর, হাদীস, ফিক্বহ, ইলমে কালাম, ইলমে উসূল এবং ইলমে নাহু পড়াতেন; যোহরের নামাযের পর তাজবীদ ও ক্বিরাআতের সাথে কুরআনে করীম পাঠদান করতেন। **(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা: ২২৫)** গাউসে পাকের শান দেখুন যে, তাঁর বরকতময় হাতে পাঁচ শতাধিক (৫০০) অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং এক লক্ষাধিক ডাকাত, চোর, দাঙ্গাবাজ এবং বড় বড় গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি তাওবা করেছিল।

(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা: ১৮৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইলমের সমুদ্র

হে আশিকানে গাউসে আযম! হুযুরে গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আল্লাহ পাকের মহান ওলী হওয়ার পাশাপাশি নিজ যুগের মহান ইমাম, মুফতী এবং ইলমে দ্বীনের সমুদ্র ছিলেন। তাঁর ইলমী মর্যাদা এতো সুউচ্চ

ছিল যে, প্রথিতযশা ওলামায়ে কেরাম তাঁর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর ফয়েয ও বরকত এবং তাঁর সান্নিধ্য থেকে প্রচুর বরকত লাভ করতেন;

আসুন! তৎকালীন যুগের সেই মহান ইমাম আল্লামা ইবনুল জাওযী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ এর একটি ঘটনা শ্রবণ করি;

গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ এর তাফসীরী দক্ষতা

হযরত হাফেয আবুল আব্বাস আহমদ رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি আল্লামা ইবনে জাওযী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সাথে একবার হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ এর 'ইজতিমায়ে গাউসিয়া'য় উপস্থিত হলাম। এক ক্বারী কুরআন করীমের তিলাওয়াত করলেন। তিলাওয়াতের পর হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ বয়ান শুরু করলেন, যাতে তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ তিলাওয়াতকৃত আয়াতে মুবারাকার মধ্য থেকে একটি আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে আয়াতের একটি অর্থ বর্ণনা করলেন। আমি আল্লামা ইবনে জাওযী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ কে জিজ্ঞেস করলাম: আপনার কি এই তাফসীর জানা ছিল? তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ! আমার জানা ছিল। এরপর হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ একে একে এগারোটি (১১) তাফসীরী বক্তব্য উল্লেখ করলেন। আমার জিজ্ঞাসায় প্রতিবারই আল্লামা ইবনে জাওযী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ বলতে থাকলেন: এই তাফসীরী বক্তব্যও আমার জানা ছিল। হযরত হাফেয আবুল আব্বাস رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হুযূর গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ উক্ত একটি আয়াতে মুবারাকার চল্লিশটি (৪০) তাফসীরী বক্তব্য বর্ণনা করলেন এবং প্রতিটি তাফসীরের মুফাসসীরের নামও উল্লেখ করলেন; কিন্তু এগারোটি (১১) তাফসীরের পর থেকে প্রতিটির ব্যাপারে আমার জিজ্ঞাসায় হযরত

আল্লামা ইবনে জাওযী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ 'না' সূচক মাথা নেড়ে বলতে থাকলেন যে, এই তাফসীর আমার জানা নেই।

(আখবারুল আখইয়ার, পৃষ্ঠা: ১১। বাহজাতুল পৃষ্ঠা: ২২৪। যুবদাতুল আসার, পৃষ্ঠা: ৫২)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গাউসে আযমের সম্মান ও মর্যাদা

শায়খ ইমাম আবু আব্দুল্লাহ বিন আহমদ বিন কুদামাহ رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হযরত সৈয়দ শায়খ আব্দুল ক্বাদের জিলানী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ ইলম অর্জনের জন্য বহু চেষ্টা-সাধনা করেছেন। তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ তৎকালীন যুগের বহু ওলামা এবং নিজ যুগের সুপ্রসিদ্ধ বুযুর্গদের নিকট থেকে ইলম অর্জন করেছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ নিজ যুগের ওলামা ও বুযুর্গগণের মাঝে সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হলেন। ইলম অর্জনের জন্য তিনি বহু কষ্ট ও বিপদের মুখোমুখি হয়েছেন। পরিশেষে তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ দুনিয়াবী কাজকর্ম থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহর যিকির ও নেকীর দাওয়াত প্রদানে মগ্ন হয়ে গেলেন। যুগজুড়ে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল; দ্বীনের সুউচ্চ পদমর্যাদা তাঁর কারণে প্রকাশিত হলো, ইলমের মর্যাদা তাঁর কারণে বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং শরীয়তের বাহিনী তাঁর উসিলায় শক্তি লাভ করতে লাগল। ওলামাদের এক সুবিশাল দল তাঁর দিকে ধাবিত হলো এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণের সম্মান লাভ করল। বহু ফুক্বাহা, শীর্ষস্থানীয় ওলামা এবং উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন পীরানে কেরাম رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁরই নিকট থেকে খেলাফতের মুকুট পরিধান করলেন। **(নুযহাতুল খাতিরিল ফাতির, পৃষ্ঠা: ১৯-২০)**

হযরত শায়খ মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যখন গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ ইলমে দ্বীন সমাপ্ত করলেন, তখন পাঠদান এবং

ফাতাওয়া প্রদানের পদে অধিষ্ঠিত হলেন। এর পাশাপাশি মানুষকে নেকীর দাওয়াত প্রদান এবং ইলম ও আমলের প্রদীপ প্রজ্বলিত করায় নিবেদিত হয়ে গেলেন। অতএব সারা দুনিয়া থেকে ওলামায়ে কেরাম তাঁর পবিত্র দরবারে ইলম শেখার জন্য উপস্থিত হতেন; সে সময় বাগদাদে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। **(ক্বালায়েদুল জাওয়াহির, পৃষ্ঠা: ৫)** তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইলমের সমুদ্র ছিলেন; যখন তাঁকে তাঁর উস্তাদগণ ইলমে হাদীসের সনদ প্রদান করলেন, তখন তাঁরা বলতে লাগলেন: হে আব্দুল কাদের! হাদীসের শব্দের সনদ তো আমরা আপনাকে দিচ্ছি, কিন্তু বাস্তবতা হলো হাদীসের অর্থ ও মর্ম অনুধাবন করা তো আমরা আপনার নিকট থেকেই শিখেছি!

(হায়াতুল মুআযযাম ফী মানাক্বিবি গাউসিল আযম, পৃষ্ঠা: ৪৬)

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা শুনলেন যে, আমাদের গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতো সুউচ্চ শান-শওকত, মহত্ত্ব ও পবিত্র অভ্যাসের অধিকারী ছিলেন। অতএব আমাদেরও উচিত যে, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর সীরাতের উপর আমল করার মাধ্যমে নিজেদের দুনিয়া ও আখিরাতকে সুন্দর করার দৃঢ় সংকল্প করা। আল্লাহ পাক আমাদেরকেও প্রকৃত অর্থে হুযুরে গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পদাঙ্ক অনুসরণ করার তাওফীক্ব দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد